খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : كتاب الطهارة (তাহারাত পর্ব)

١ .عرّف الطهارة لغةً واصطلاحاً.

প্রশ্ন-১: পবিত্রতার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলাম ধর্মে ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ, তাওয়াফ এবং কুরআন স্পর্শ করা যায় না। তাই ফিকহ শাস্ত্রে 'কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আভিধানিক অর্থ:

'তাহারাত' (الطهارة) শব্দটি আরবি। এটি 'তুহুর' (الطهور) মূলধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থে এটি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা (النظافة), পবিত্রতা (النزاهة) এবং সবধরণের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকাকে বোঝায়। চাই সেই ময়লা দেখা যাক (যেমন: প্রস্রাব, রক্ত) অথবা দেখা না যাক (যেমন: হিংসা, শিরক, কুফরি)। অভিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মিসবাহুল মুনীর'-এ বলা হয়েছে, "ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করাই হলো তাহারাত।"

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরীয়তের পরিভাষায় তাহারাত বা পবিত্রতার বিভিন্ন সংজ্ঞা ফকীহগণ প্রদান করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো:

শরীয়ত নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতিতে শরীর, কাপড় ও স্থান থেকে নাপাকি (নাজাসাত) দূর করা এবং ইবাদতের যোগ্যতা অর্জন করাকে তাহারাত বলে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র.) বলেন, "শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহারাত হলো অপবিত্রতা দূর করা এবং নাপাকির প্রভাব বিলুপ্ত করা।" এটি মূলত দুই প্রকার:

১. হিসসি (বাহ্যিক): ওযু বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা এবং কাপড় ধুয়ে পাক করা।

২. মানবী (অভ্যন্তরীণ): শিরক ও পাপাচার থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।

দলিল:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা: ২২২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বা অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

অর্থ: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (সহীহ মুসলিম: ২২৩)

٢ .ما أقسام الماء من حيث الطهارة؟

প্রশ্ন-২: পবিত্রতার দৃষ্টিতে পানির প্রকারভেদ কী?

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো পানি। ফিকহবিদগণ পানির উৎস এবং এর গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জনের যোগ্যতার বিচারে পানিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিচে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মুত্বলাক পানি (الماء المطلق - সাধারণ পানি):

যে পানি তার সৃষ্টিগত অবস্থার ওপর বহাল থাকে এবং যাতে অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণে তার নাম বা গুণাগুণ (রঙ, স্বাদ, গন্ধ) পরিবর্তন হয়নি। যেমন: বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, কূপের পানি, সমুদ্রের পানি, বরফ ও শিলা গলা পানি।

হুকুম: এই পানি নিজে পবিত্র এবং অন্য বস্তুকেও পবিত্র করতে সক্ষম। ওযু, গোসল এবং নাপাকি দূর করার জন্য এই পানি ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

২. ব্যবহৃত পানি (الماء المستعمل):

যে পানি ওযু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অথবা সওয়াবের নিয়তে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

হুকুম: হানাফী মাযহাব মতে, এই পানি নিজে পবিত্র (পাক), কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না (গাইরে মুত্বাহির)। অর্থাৎ এই পানি দিয়ে শরীরে লেগে থাকা নাপাকি ধোয়া যাবে, কিন্তু নতুন করে ওযু বা গোসল করা যাবে না।

৩. মাকরুহ পানি (الماء المكروه):

যে পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। যেমন: বিড়াল, মুরগি বা শিকারি পাখির উচ্ছিষ্ট পানি।

হুকুম: অন্য কোনো ভালো পানি না পাওয়া গেলে এই পানি দিয়ে ওযু-গোসল করা জায়েজ, তবে তা মাকরুহ তানজিহি হবে।

৪. সন্দেহযুক্ত পানি (الماء المشكوك):

যে পানির পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। যেমন: গাধা বা খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি।

হুকুম: যদি অন্য কোনো পানি না থাকে, তবে এই পানি দিয়ে ওযু করবে এবং এরপর তায়াম্মুমও করবে। কারণ এই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত নয়।

৫. নাপাক পানি (الماء النجس):

যে পানির মধ্যে কোনো নাপাকি পড়েছে এবং পানির রঙ, স্বাদ বা গন্ধের কোনো একটি পরিবর্তন হয়ে গেছে (অল্প পানির ক্ষেত্রে)। অথবা প্রবাহিত বা বিশাল জলরাশি নয় এমন অল্প পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়।

হুকুম: এই পানি পান করা বা পবিত্রতার কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

অর্থ: আমি আকাশ থেকে পবিত্র ও পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করেছি। (সূরা ফুরকান: ৪৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

অর্থ: এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল। (সুনানে আবু দাউদ)

٣ .ما هي سنن الوضوء؟

প্রশ্ন-৩: ওযুর সুন্নতসমূহ কী কী?

উত্তর:

ভূমিকা: ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য কেবল ফরজগুলো আদায় করাই যথেষ্ট, কিন্তু ওযুর পূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং অধিক সওয়াব লাভের জন্য সুন্নতের অনুসরণ অপরিহার্য। হানাফী মাযহাব ও ফিকহের কিতাবসমূহে ওযুর অনেকগুলো সুন্নতের উল্লেখ রয়েছে। নিচে প্রধান সুন্নতসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. নিয়ত করা: ওযুর শুরুতে মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের সংকল্প করা। এটি হানাফী মতে সুন্নত, শাফেয়ী মতে ফরজ।

২. বিসমিল্লাহ বলা: ওযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পাঠ করা। হাদিসে বলা হয়েছে, বিসমিল্লাহ ছাড়া ওযু পরিপূর্ণ হয় না।

৩. দুই হাতের কবজি ধৌত করা: পাত্রে হাত দেওয়ার আগে উভয় হাতের কবজি তিনবার ধৌত করা। এটি ঘুম থেকে ওঠার পর আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. মিসওয়াক করা: ওযুর সময় মিসওয়াক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করায়।

৫. কুলি করা: তিনবার পৃথক পানি দিয়ে কুলি করা।

৬. নাকে পানি দেওয়া: তিনবার নাকে পানি দেওয়া এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

৭. দাড়ি ও আঙ্গুল খিলাল করা: ঘন দাড়ি হলে আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে পানি পৌঁছানোর জন্য খিলাল করা।

৮. তিনবার ধৌত করা: প্রতিটি অঙ্গ (যেমন মুখ, হাত, পা) তিনবার করে ধৌত করা। একবার ধোয়া ফরজ, তিনবার ধোয়া সুন্নত।

৯. সমস্ত মাথা মাসেহ করা: সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নত।

১০. কান মাসেহ করা: নতুন পানি না নিয়ে মাথার মাসেহ করা পানি দিয়েই উভয় কান মাসেহ করা।

১১. ধারাবাহিকতা (তরতীব) রক্ষা করা: কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী অঙ্গগুলো ধৌত করা। অর্থাৎ প্রথমে মুখ, তারপর হাত, মাথা এবং শেষে পা।

১২. পরস্পর করা (মুওয়ালাত): এক অঙ্গ শুকানোর আগেই পরবর্তী অঙ্গ ধুয়ে ফেলা।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

অর্থ: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদের প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদিসে এসেছে:

مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি ওযু করল এবং আল্লাহর নাম নিল (বিসমিল্লাহ বলল), তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে গেল। (সুনানে দারা কুতনী)

٤ .اكتب أنواع النجاسات؟

প্রশ্ন-৪: নাজাসাত (অপবিত্রতা) এর প্রকারভেদ কী?

উত্তর:

ভূমিকা: ইবাদত কবুলের জন্য শরীর, কাপড় ও স্থান পবিত্র রাখা জরুরি। ফিকহ শাস্ত্রে নাজাসাত বা অপবিত্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যাতে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। নাজাসাত প্রধানত দুই প্রকার: ১. নাজাসাতে হুকমী এবং ২. নাজাসাতে হাকিকী।

১. নাজাসাতে হুকমী (النجاسة الحكمية - বিধানগত অপবিত্রতা):

এটি এমন অপবিত্রতা যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু শরীয়ত একে নাপাক বলে ঘোষণা করেছে। এটি মূলত মানুষের শরীরের এমন অবস্থা যা পবিত্রতা অর্জনের প্রতিবন্ধক। এটি দুই প্রকার:

- **হাদাসে আসগার (ছোট অপবিত্রতা):** যা ওযুর মাধ্যমে দূর হয়। যেমন: প্রস্রাব-পায়খানা করা, বায়ু নির্গত হওয়া, বা ঘুমানো।

- **হাদাসে আকবার (বড় অপবিত্রতা):** যা গোসলের মাধ্যমে দূর হয়। যেমন: জানাবাত (স্বপ্নদোষ বা সহবাস), মেয়েদের হায়েজ (মাসিক) ও নিফাস।

২. নাজাসাতে হাকিকী (النجاسة الحقيقية - প্রকৃত অপবিত্রতা):

এটি এমন অপবিত্রতা যা বাহ্যিক এবং দৃশ্যমান। কাপড় বা শরীরে লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে হয়। ভয়াবহতার দিক থেকে এটি দুই প্রকার:

- **নাজাসাতে গালিজা (ভারী নাপাকি):** এটি কঠিন অপবিত্রতা। যেমন— মানুষের প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত, মদ, শুকরের গোশত, হারাম প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি। এর হুকুম হলো, যদি তরল হয় তবে এক দিরহামের (হাতের তালুর গভীরতা পরিমাণ) বেশি হলে তা মাফযোগ্য নয়, নামাজ হবে না। আর কঠিন বস্তু হলে প্রায় ৪.৩৭ গ্রামের বেশি হলে নামাজ হবে না।

- **নাজাসাতে খফিফা (হালকা নাপাকি):** এটি নাজাসাতে গালিজার চেয়ে কিছুটা লঘু। যেমন— হালাল পাখির (কবুতর, চড়ুই) বিষ্ঠা, ঘোড়া ও হালাল প্রাণীর প্রস্রাব। এর হুকুম হলো, কাপড়ের বা শরীরের যে অংশে লেগেছে তার এক-চতুর্থাংশের কম হলে নামাজ হয়ে যাবে, তবে ধুয়ে ফেলা উত্তম।

দলিল:

পোশাক পবিত্র রাখা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

অর্থ: আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা মুদ্দাসসির: ৪-৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন:

إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

অর্থ: নিশ্চয়ই কবরের অধিকাংশ আজাব প্রস্রাব থেকে (সতর্ক না থাকার কারণে) হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

٥ .ما معنى الماء المستعمل؟ اكتب أحكام الماء المستعمل.

প্রশ্ন-৫: ব্যবহৃত পানি (মায়ে মুস্তামাল) কাকে বলে? ব্যবহৃত পানির হুকুম লেখ।

উত্তর:

ব্যবহৃত পানির সংজ্ঞা:

ফিকহী পরিভাষায় 'মায়ে মুস্তামাল' বা ব্যবহৃত পানি বলা হয় ওই পানিকে, যা দ্বারা একবার পবিত্রতা অর্জন করা হয়েছে।

বিস্তারিত সংজ্ঞা হলো: যখন কোনো ব্যক্তি ওযু বা গোসলের সময় তার শরীরে পানি ব্যবহার করে এবং সেই পানি শরীর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে বা পৃথক হয়ে যায়, তখন সেই পানিকে ব্যবহৃত পানি বলা হয়। শর্ত হলো, এই পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতে হবে:

১. হাদাস (নাপাকি) দূর করা (যেমন: ওযু বা গোসল করা)।

২. অথবা সওয়াব হাসিল করা (যেমন: ওযু থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ওযু করা)।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, শরীরে ব্যবহার করার পর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তা মুস্তামাল হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ার পর তা মুস্তামাল হয়।

ব্যবহৃত পানির হুকুম:

হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ব্যবহৃত পানির হুকুম নিম্নরূপ:

১. পবিত্রতা: এই পানি নিজে পবিত্র (ত্বাহির)। অর্থাৎ যদি এই পানি কাপড়ে বা শরীরে লাগে, তবে শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না।

২. পবিত্র করার ক্ষমতা: এই পানি অন্যকে পবিত্র করতে পারে না (গাইরে মুত্বাহির)। অর্থাৎ এই পানি জমিয়ে রেখে তা দিয়ে পুনরায় ওযু বা গোসল করা জায়েজ হবে না। কারণ, এই পানি একবার তার পবিত্র করার গুণটি ব্যবহার করে ফেলেছে।

৩. পান করা: প্রয়োজন ছাড়া এই পানি পান করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়, কারণ এটি মানুষের শরীর ধোয়া পানি।

পর্যালোচনা:

অন্যান্য মাযহাবের (যেমন শাফেয়ী ও মালেকী) কারো কারো মতে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। তবে হানাফী মাযহাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ হাদিসে সাহাবীরা কখনোই ওযুর ব্যবহৃত পানি জমা করে পুনরায় ওযু করেননি, বরং পানির অভাব হলে তায়াম্মুম করেছেন।

দলিল:

হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অসুস্থ থাকাকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে আসেন এবং ওযু করে তাঁর ওযুর পানি জাবের (রা.)-এর ওপর ছিটিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী)

এটি প্রমাণ করে পানিটি নাপাক নয়।

তবে পুনরায় ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হাদিসে ইঙ্গিত রয়েছে:

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় আবদ্ধ পানিতে গোসল না করে। (সহীহ মুসলিম)

এর দ্বারা বোঝা যায়, গোসল করলে সেই পানি তার পবিত্র করার গুণ হারিয়ে ফেলে।

٦ .عرّف الحدث الأكبر والحدث الأصغر.

প্রশ্ন-৬: হাদাসে আকবার ও হাদাসে আসগার এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্রতা অর্জনের জন্য ‘হাদাস’ বা অপবিত্রতার অবস্থা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। ইসলামী শরীয়তে অপবিত্রতাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো ‘হাদাসে আসগার’ বা ছোট অপবিত্রতা এবং অন্যটি ‘হাদাসে আকবার’ বা বড় অপবিত্রতা। এই উভয় প্রকার নাপাকি ‘নাজাসাতে হুকমী’ (বিধানগত অপবিত্রতা)-এর অন্তর্ভুক্ত, যা দেখা যায় না কিন্তু ইবাদতের প্রতিবন্ধক।

১. হাদাসে আসগার (الحدث الأصغر - ছোট অপবিত্রতা):

সংজ্ঞা: হাদাসে আসগার হলো এমন অপবিত্র অবস্থা, যা মানুষের ওপর আপতিত হলে তা দূর করার জন্য কেবল 'ওযু' করা ওয়াজিব হয়, গোসল ফরজ হয় না।

কারণসমূহ: সাধারণত মানুষের শরীর থেকে যা কিছু বের হওয়ার কারণে ওযু ভঙ্গ হয়, সেগুলোকে হাদাসে আসগার বলে। যেমন:

- প্রস্রাব বা পায়খানা করা।
- শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
- মুখ ভরে বমি করা।
- হেলান দিয়ে বা চিত হয়ে ঘুমানো।
- বেহুঁশ বা পাগল হওয়া।

হুকুম: হাদাসে আসগার অবস্থায় নামাজ পড়া, সিজদা করা এবং কুরআন শরীফ খালি হাতে স্পর্শ করা হারাম। তবে কুরআন তিলাওয়াত করা (স্পর্শ না করে) জায়েজ।

২. হাদাসে আকবার (الحدث الأكبر - বড় অপবিত্রতা):

সংজ্ঞা: হাদাসে আকবার হলো এমন গুরুতর অপবিত্র অবস্থা, যা দূর করার জন্য 'গোসল' করা ফরজ হয়। ওযু দ্বারা এই পবিত্রতা অর্জিত হয় না।

কারণসমূহ: তিনটি মূল কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়:

- **জানাবাত:** স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাসের ফলে গোসল ফরজ হওয়া।
- **হায়েজ:** নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব।
- নিফাস: সন্তান প্রসবের পরবর্তী রক্তস্রাব।

হুকুম: এই অবস্থায় নামাজ পড়া ও কুরআন স্পর্শ করা তো নিষিদ্ধই, পাশাপাশি মসজিদে প্রবেশ করা, কাবা শরীফ তাওয়াফ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করাও (মুখস্থ বা দেখে) সম্পূর্ণ হারাম।

দলিল:

হাদাসে আসগার দূর করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য ওঠো (এবং ওযু না থাকে), তখন তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করো... (সূরা মায়িদা: ৬)

হাদাসে আকবার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

অর্থ: আর যদি তোমরা অপবিত্র (জুবী/বড় নাপাক) থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র (গোসল) হও। (সূরা মায়িদা: ৬)

٧ .اذكر فروض الغسل مع بيان كيفية الغسل.

প্রশ্ন-৭: গোসলের ফরজ বর্ণনা করে গোসলের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

গোসল হলো পবিত্রতা অর্জনের চূড়ান্ত মাধ্যম। হাদাসে আকবার বা বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা ফরজ। গোসলের বিধান সঠিকভাবে না জানলে সারা জীবন অপবিত্র অবস্থায় ইবাদত করার ঝুঁকি থাকে। হানাফী মাযহাব মতে গোসলের ফরজ ও সুন্নত পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো।

গোসলের ফরজসমূহ:

গোসলের ফরজ তিনটি। এর কোনো একটি বাদ পড়লে বা শরীরের কোনো অংশ (চুলের গোড়া পরিমাণও) শুকনো থাকলে গোসল হবে না।

১. কুলি করা (مضمضة): মুখের ভেতরের সব অংশে পানি পৌঁছিয়ে কুলি করা। রোজাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নত, তবে সাধারণ অবস্থায় গলার শুরু পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরজ।

২. নাকে পানি দেওয়া (استنشاق): নাকের নরম হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। নাকে শুকনা ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে পানি পৌঁছাতে হবে।

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা (غسل جميع البدن): মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি লোমকূপে পানি পৌঁছানো। নারীদের চুলের খোঁপা বা বেণী থাকলে এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো সম্ভব হলে চুল খোলার প্রয়োজন নেই, তবে গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক।

গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতি:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো গোসলের উত্তম পদ্ধতি হলো:

১. নিয়ত ও বিসমিল্লাহ: প্রথমে মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করবে এবং 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

২. হাত ধোয়া: দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

৩. নাপাকি দূর করা: শরীরের কোথাও নাপাকি লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে (নাপাকি না থাকলেও)।

৪. ওযু করা: এরপর নামাজের ওযুর মতো পূর্ণ ওযু করবে। তবে পায়ে পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে পা ধোয়া শেষে করবে।

৫. পানি ঢালা: প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। এরপর ডান কাঁধে তিনবার এবং বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে।

৬. শরীর মর্দন: সমস্ত শরীর হাত দিয়ে ঘষে মেজে ধৌত করবে যেন কোথাও শুকনো না থাকে। সবশেষে পা ধুয়ে গোসলখানা থেকে বের হবে।

দলিল:

গোসলের ফরজিয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

অর্থ: এবং অপবিত্র অবস্থায় (নামাজের কাছে যেও না), যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। (সূরা নিসা: ৪৩)

হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোসলের বর্ণনা দিয়ে বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ... ثُمَّ يَتَوَضَّأُ... ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন... তারপর ওযু করতেন... অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢালতেন। (সহীহ বুখারী)

٨ .متى يجب الوضوء ومتى يستحب؟ بيّن.

প্রশ্ন-৮: কখন ওযু ওয়াজিব এবং কখন মুস্তাহাব? বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ওযু একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক বর্ম। ওযু সবসময় থাকা ভালো, তবে কিছু কিছু ইবাদতের জন্য ওযু থাকা আবশ্যক (ওয়াজিব), আর কিছু ক্ষেত্রে ওযু থাকা উত্তম (মুস্তাহাব)। ফিকহবিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ওযুর বিধানকে এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

ক) ওযু ওয়াজিব (আবশ্যক) হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

নিচের কাজগুলো করার জন্য ওযু থাকা শর্ত বা ওয়াজিব। ওযু ছাড়া এগুলো করলে গুনাহ হবে এবং আমল বাতিল হতে পারে:

১. নামাজ আদায়: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল—যেকোনো নামাজের জন্য ওযু ফরজ। এমনকি জানাজার নামাজের জন্যও ওযু আবশ্যক।

২. সিজদায়ে তিলাওয়াত: কুরআনের সিজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে যে সিজদা দিতে হয়, তার জন্য ওযু শর্ত।

৩. কুরআন স্পর্শ: পবিত্র কুরআন বা তার কোনো আয়াত লিখিত অংশ খালি হাতে স্পর্শ করার জন্য ওযু ফরজ। তবে গিলাফ বা কাপড়ের আবরণে ধরে স্পর্শ করা জায়েজ।

৪. কাবা শরীফ তাওয়াফ: বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (তাওয়াফে জিয়ারত বা নফল তাওয়াফ) করার জন্য ওযু ওয়াজিব। ওযু ছাড়া তাওয়াফ করলে দম (জরিমানা) ওয়াজিব হতে পারে।

খ) ওযু মুস্তাহাব (উত্তম) হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

নিচের কাজগুলোর জন্য ওযু করা সওয়াবের কাজ, তবে না করলে গুনাহ হবে না:

১. ঘুমানোর সময়: ওযু করে ঘুমানো সুন্নাহ। এতে ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে।

২. ঘুম থেকে ওঠার পর: অলসতা দূর করার জন্য।

৩. সবসময় পবিত্র থাকা: দিনরাত সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা মুমিনের বিশেষ গুণ।

৪. জিকির ও তিলাওয়াত: মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত বা জিকির-আজকার করার সময় ওযু থাকা উত্তম।

৫. ইলম চর্চা: ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা বা কিতাব অধ্যয়নের সময়।

৬. রাগ ও গীবত: রাগ প্রশমন করতে বা গীবত/মিথ্যা বলার পর তওবা স্বরূপ ওযু করা।

৭. মৃতের গোসল: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর যিনি গোসল দিয়েছেন তার ওযু করা।

দলিল:

কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

অর্থ: যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে (কুরআন) স্পর্শ করে না। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৯)

নামাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের কারো নামাজ কবুল করেন না যখন সে অপবিত্র হয়, যতক্ষণ না সে ওযু করে। (সহীহ বুখারী)

٩. عرّف التيمم لغةً واصطلاحاً.

প্রশ্ন-৯: তায়াম্মুমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম একটি সহজ ও স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহার করা মূল নিয়ম হলেও, যখন পানি পাওয়া যায় না বা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা 'তায়াম্মুম' নামক সহজ বিকল্প ব্যবস্থা দান করেছেন। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহর বিশেষ উপহার।

আভিধানিক অর্থ:

'তায়াম্মুম' (التيمم) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো 'ইচ্ছা করা' বা 'সংকল্প করা' (القصد)। প্রাচীন আরবরা বলত "তায়াম্মামতু মাক্কা" অর্থাৎ আমি মক্কার প্রতি সংকল্প করলাম।

কুরআনের আয়াতে "ফাতাইয়াম্মামু" (فَتَيَمَّمُوا) শব্দের অর্থ হলো—তোমরা পবিত্র মাটির প্রতি সংকল্প করো বা ইচ্ছা করো।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরীয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফকীহগণ বলেন:

"পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে, পবিত্র মাটি বা মাটিজাতীয় বস্তু (যেমন পাথর, বালি) দ্বারা মুখমন্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ বিশেষ পদ্ধতিতে মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।"

এটি ওযু ও গোসল উভয়ের বিকল্প হতে পারে। অর্থাৎ হাদাসে আসগার (ওযুহীন অবস্থা) এবং হাদাসে আকবার (গোসল ফরজ হওয়া) উভয় অবস্থাতেই তায়াম্মুম করা যায়।

শর্ত ও বৈশিষ্ট্য:

তায়াম্মুমের সংজ্ঞায় 'নিয়ত' একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হানাফী মাযহাব মতে, ওযুর ক্ষেত্রে নিয়ত সুন্নত হলেও তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে নিয়ত করা ফরজ। কারণ মাটি স্বভাবত পবিত্রকারী নয়, বরং নিয়তের মাধ্যমে তা ইবাদতের মর্যাদা পায়।

দলিল:

তায়াম্মুমের আদেশের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অর্থ: আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো... এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম (এর সংকল্প) কর। (সূরা নিসা: ৪৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

অর্থ: সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য সিজদার স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুমের মাটি) বানানো হয়েছে। (সহীহ বুখারী)

١٠ .ما شروط صحة التيمم؟

প্রশ্ন-১০: তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

তায়াম্মুম ওযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত হলেও তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। শর্তগুলো পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম আদায় হবে না এবং সেই তায়াম্মুম দিয়ে নামাজও হবে না। ফিকহের কিতাবসমূহে তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. নিয়ত করা (النية):

তায়াম্মুমের সর্বপ্রধান শর্ত হলো নিয়ত। মনে মনে সংকল্প করতে হবে যে, 'আমি নাপাকি দূর করার জন্য বা নামাজ পড়ার জন্য তায়াম্মুম করছি'। নিয়ত ছাড়া শুধু মাটি মুখে মাখলে তায়াম্মুম হবে না।

২. ওজর বা কারণ থাকা (العذر):

শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া তায়াম্মুম জায়েজ নেই। কারণগুলো হলো:

- পানি না পাওয়া (প্রায় ১ মাইল বা ১.৬ কি.মি. দূরে থাকা)।
- পানি ব্যবহারে রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির প্রবল আশঙ্কা।
- পানির কাছে শত্রু বা হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকা।

- তীব্র শীত, যেখানে পানি গরম করার ব্যবস্থা নেই এবং ঠান্ডা পানি ব্যবহারে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে।

৩. পবিত্র মাটি বা মাটিজাতীয় বস্তু (الصعيد الطيب):

তায়াম্মুমের বস্তু অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন: মাটি, ধুলোবালি, পাথর, চুন, সুরকি ইত্যাদি। যা আগুনে পোড়ালে ছাই হয় না এবং গলে যায় না, তা মাটিজাতীয়। কাঠ, লোহা বা কাপড় দিয়ে তায়াম্মুম হবে না (যদি না তাতে প্রচুর ধুলো থাকে)।

৪. পুরো অঙ্গ মাসেহ করা (الاستيعاب):

মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত এমনভাবে মাসেহ করতে হবে যেন কোনো অংশ বাকি না থাকে। হাতে আংটি বা ঘড়ি থাকলে তা সরিয়ে বা নেড়ে নিচে হাত বুলানো জরুরি।

৫. অন্তত দুটি হাত মারা (الضربتان):

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দুইবার হাত মারা জরুরি। একবার মুখের জন্য এবং আরেকবার হাতের জন্য।

৬. পবিত্রতা বিনাশকারী বিষয় থেকে মুক্ত থাকা:

মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়েজ বা নিফাস চলাকালীন তায়াম্মুম সহীহ হবে না। স্রাব বন্ধ হওয়ার পরই কেবল তায়াম্মুম কার্যকরী হবে।

দলিল:

পবিত্র মাটির শর্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

অর্থ: নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। (সুনানে আবু দাউদ)

এখানে 'ত্বইয়্যেব' বা পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

١١ .اذكر فروض التيمم.

প্রশ্ন-১১: তায়াম্মুমের ফরজসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

যেকোনো ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো তার ফরজ অংশগুলো। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও কিছু রুকন বা ফরজ রয়েছে, যা আদায় না করলে তায়াম্মুম বাতিল বলে গণ্য হবে। হানাফী মাযহাব মতে তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। নিচে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. নিয়ত করা (النية):

তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার প্রথম ও প্রধান ফরজ হলো নিয়ত করা। ওযুর ক্ষেত্রে নিয়ত সুন্নত হলেও তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে তা ফরজ। কারণ, মাটি বা ধুলোবালি স্বভাবগতভাবে শরীর পরিষ্কার করে না, বরং মলিন করে। তাই ইবাদতের উদ্দেশ্যে 'পবিত্রতা অর্জন' বা 'নামাজ পড়া'-র সুনির্দিষ্ট নিয়ত করলেই কেবল তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

নিয়তের পদ্ধতি: মনে মনে সংকল্প করতে হবে যে, "আমি নাপাকি দূর করার জন্য এবং নামাজ বৈধ হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি।"

২. সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা (مسح الوجه):

পবিত্র মাটিতে দুই হাত মেরে, সেই হাত দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমন্ডল একবার মাসেহ করা ফরজ। মাসেহ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মুখের কোনো অংশ বাদ না পড়ে।

৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা (مسح اليدين مع المرفقين):

পুনরায় মাটিতে দুই হাত মেরে, তা দিয়ে উভয় হাত আঙ্গুলের আগা থেকে কনুই পর্যন্ত (কনুইসহ) মাসেহ করা ফরজ। হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে এবং আংটি থাকলে তার নিচেও মাসেহ পৌঁছানো জরুরি।

(দ্রষ্টব্য: মাটিতে হাত মারার পর হাতে বেশি ধুলো লাগলে তা ঝেড়ে ফেলা যায়, তবে ধুলো বা মাটির স্পর্শ থাকা জরুরি।)

দলিল:

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে এসেছে:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

অর্থ: অতঃপর তোমরা (মাটি দিয়ে) তোমাদের চেহারা ও হাতগুলো মাসেহ করো। (সূরা মায়িদা: ৬)

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

অর্থ: তায়াম্মুম হলো দুই বার (মাটিতে) আঘাত করা: একবার চেহারার জন্য এবং একবার দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য। (সুনানে দারা কুতনী ও মুসতাদরাকে হাকিম)

١٢ .ما مبطلات التيمم؟

প্রশ্ন-১২: তায়াম্মুম বাতিল হওয়ার কারণসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

তায়াম্মুম হলো ওযু ও গোসলের একটি অস্থায়ী বা বিকল্প ব্যবস্থা। তাই ওযু ভঙ্গের কারণগুলো যেমন ওযু নষ্ট করে, তেমনি তায়াম্মুমও নষ্ট করে। এছাড়াও তায়াম্মুমের নিজস্ব কিছু বিশেষ কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ওযু ভঙ্গের সাধারণ কারণসমূহ:

যেসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও বাতিল হয়। যেমন:

- প্রস্রাব-পায়খানা করা।
- শরীর থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হওয়া।
- বায়ু নির্গত হওয়া।
- বমি করা (মুখ ভরে)।

- ঘুমানো বা অজ্ঞান হওয়া।

২. গোসল ওয়াজিব হওয়া:

তায়াম্মুম করার পর যদি গোসল ফরজ হওয়ার কোনো কারণ ঘটে (যেমন স্বপ্নদোষ, সহবাস, হায়েজ-নিফাস), তবে পূর্বের তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

৩. পানি পাওয়া বা ব্যবহারে সক্ষম হওয়া:

যে ওজরের কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, তা দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

- যদি পানির অভাবে তায়াম্মুম করে থাকে, তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম বাতিল।
- যদি অসুস্থতার কারণে করে থাকে, তবে সুস্থ হওয়ার পর পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হলে তায়াম্মুম বাতিল।

৪. পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা:

নামাজের ওয়াক্ত বাকি থাকা অবস্থায় যদি মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে পানি পাওয়া যাবে, তবে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং পানির খোঁজ করা ওয়াজিব হবে।

৫. মুরতাদ হওয়া:

নাউজুবিল্লাহ, কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তার তায়াম্মুমসহ সব আমল বাতিল হয়ে যায়।

দলিল:

পানি পেলে তায়াম্মুম বাতিলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ

অর্থ: যখন তুমি পানি পাবে, তখন তা তোমার শরীরে ব্যবহার করো (অর্থাৎ তায়াম্মুম শেষ হয়ে যাবে)। (সুনানে আবু দাউদ)

এই হাদিস প্রমাণ করে, তায়াম্মুমের বৈধতা পানির অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

١٣ .اكتب أحكام المسح على الخفين.

প্রশ্ন-১৩: মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম সহজতার ধর্ম। শীতকালে বা সফরে বারবার পা ধোয়া কষ্টকর হতে পারে, তাই শরীয়ত চামড়ার মোজার (খুফ) ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছে। এটি সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটি বিশেষ সুবিধা (রুখসত)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ।

মোজার ওপর মাসেহ করার হুকুম:

১. জায়েজ হওয়া: ওযু করার সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে শর্তসাপেক্ষে মোজার ওপর ভেজা হাত বুলানো বা মাসেহ করা জায়েজ। নারী-পুরুষ সবার জন্যই এই বিধান প্রযোজ্য।

২. গোসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: শুধুমাত্র ওযুর ক্ষেত্রেই মোজার ওপর মাসেহ করা যায়। গোসল ফরজ হলে (হাদাসে আকবার) মোজা খুলে পা ধোয়া ফরজ, তখন মাসেহ চলবে না।

৩. ফরজ পরিমাণ: মোজার ওপর পায়ের উপরের অংশে হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ। পায়ের নিচে বা পাশে মাসেহ করা জরুরি নয়।

মাসেহ করার মেয়াদ:

- **মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী):** ১ দিন ১ রাত (২৪ ঘণ্টা)।
- **মুসাফির (ভ্রমণকারী):** ৩ দিন ৩ রাত (৭২ ঘণ্টা)।

মেয়াদ গণনা: মোজা পরার সময় থেকে নয়, বরং পবিত্র অবস্থায় মোজা পরার পর *প্রথমবার ওযু ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে* মেয়াদ গণনা শুরু হবে।

পদ্ধতি:

হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে শুরু করে নলার (টাকনুর উপর) দিকে টেনে আনবে। ডান হাত দিয়ে ডান মোজা এবং বাম হাত দিয়ে বাম মোজা মাসেহ করা সুন্নত।

দলিল:

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত:

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

١٤ .ما شروط المسح على الخفين؟ بيّن.

প্রশ্ন-১৪: মোজার উপর মাসেহ করার শর্তসমূহ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

মোজার ওপর মাসেহ করা একটি বিশেষ সুবিধা, তবে যেকোনো মোজায় মাসেহ করা জায়েজ নয়। এর জন্য ফিকহবিদগণ হাদিসের আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত সুতা বা নাইলনের মোজায় মাসেহ হবে কি না, তা এই শর্তগুলোর ওপর নির্ভর করে।

মাসেহ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ:

১. **পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা:** মোজাটি পূর্ণ ওযু বা গোসল করে পা ধোয়ার পর পরিধান করতে হবে। ওযুহীন অবস্থায় মোজা পরলে তার ওপর মাসেহ জায়েজ হবে না।

২. **টাকনু ঢাকা থাকা:** মোজাটি এমন হতে হবে যা পায়ের টাকনু (গোড়ালি) পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে। টাকনুর নিচে হলে মাসেহ হবে না।

৩. **হেঁটে চলাচলের উপযোগী:** মোজাটি পায়ে দিয়ে কোনো জুতা স্যান্ডেল ছাড়া সাধারণ পথে প্রায় তিন মাইল (ফারসাখ) হাঁটা সম্ভব হতে হবে এবং তাতে মোজা ছিঁড়বে না। (সাধারণ সুতার মোজায় এই শর্ত পাওয়া যায় না)।

৪. **পানি প্রবেশরোধী (Waterproof):** মোজাটি এমন পুরু হতে হবে যে, ওপর দিয়ে পানি মাসেহ করলে তা চুইয়ে ভেতরে পায়ে পৌঁছাবে না। চামড়ার মোজা বা রেক্সিনের মোজায় এই গুণ থাকে।

৫. **স্বাবলম্বী হওয়া:** মোজাটি পায়ে এমনভাবে লেগে থাকতে হবে যেন ফিতা বা রাবার ছাড়াই তা নিজের পুরুত্বের কারণে খাড়া থাকে বা ঝুলে না পড়ে।

৬. **ছেঁড়া না হওয়া:** মোজাটি যদি ছেঁড়া হয়, তবে ছেঁড়ার পরিমাণ যেন পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ না হয়। এর চেয়ে বেশি ছেঁড়া হলে মাসেহ জায়েজ হবে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপট:

সাধারণ সুতা বা কাপড়ের পাতলা মোজায় ওপরের শর্তগুলো (বিশেষ করে পানি না ঢোকা এবং খালি পায়ে হাঁটার সক্ষমতা) পাওয়া যায় না বলে হানাফী মাযহাব মতে তাতে মাসেহ জায়েজ নয়। তবে চামড়ার মোজা বা চামড়ার গুণাগুণ সম্পন্ন সিন্থেটিক মোজায় মাসেহ করা যাবে।

দলিল:

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

অর্থ: আমি নবীজী (সা.)-এর সাথে ছিলাম... আমি তাঁর মোজা খোলার জন্য ঝুঁকলাম। তিনি বললেন: 'ওগুলো থাকতে দাও, কারণ আমি ওগুলো পবিত্র অবস্থায় (ওযু করে) পরিধান করেছি।' অতঃপর তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)